মিথ্যার দুর্গন্ধ

30-Mar-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

বর্ণিত রয়েছে: "যখন কোন বৈঠকে (অর্থাৎ মানুষের সাথে) বসবে তখন বলবে: "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন, যে তোমাদেরকে গীবত করা থেকে বিরত রাখবে আর যখন বৈঠক থেকে উঠবে তখন বলবে: "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" তবে ফিরিশতা তোমার গীবত করা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।"

(আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

গর ছে হে বে হদ কুসুর তুম হো আফউ ও গাফুর,
বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়োঁ দুরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জমি দখলের চেষ্টাকারীনী মহিলা অন্ধ হয়ে গেলো

আরওয়া নামক এক মহিলা হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়িদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে ঘরের কিছু অংশের ব্যাপারে ঝগড়া করলো। তিনি বললেন: এই জমি তাকে দিয়ে দাও, আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমান জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করে নিয়ে নিলো, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাতটি জমিনের শিখল দেয়া হবে। এরপর তিনি দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্!** যদি সে মিথ্যুক হয়, তবে তাকে অন্ধ করে দাও এবং তার কবর এই ঘরেই বানিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখলাম যে, সেই মহিলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, দেয়াল ধরে চলাফেরা করতো এবং বলতো: আমার উপর সাঈদ বিন যায়িদের বদদোয়া লেগেছে, অবশেষে একদিন ঘরে হাঁটতে গিয়ে সে কূপে পড়ে মারা গেলো এবং সেই কূপটিই তার কবর হয়ে গেলো।

(মুসলিম, কিতাবুল মাসা'কাতা, বাবু তাহরীমিয যুলুম, ৬৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪১৩৩)

www.dawateislami.net

ঝুট সে বুগয ও হাসদ সে হাম বাচেঁ,
কিজিয়ে রহমত এ্যায় নানায়ে হোসাইন। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! একটি মিথ্যার জন্য সেই মহিলার কিরূপ কষ্টদায়ক এবং শিক্ষনীয় মৃত্যু হলো। **আল্লাহ্ তাআলা** মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, এই নেয়ামতের মধ্যে একটি মহান নেয়ামত হলো "জিহ্বা", এটি প্রকাশ্যভাবে দেখতে মনে হয় মাংসের একটি ছোট টুকরো, কিন্তু **খোদায়ে রহমানে**র একটি মহান নেয়ামত। এই নেয়ামতের গুরুত্ব তো সম্ভবত বোবারাই বলতে পারবে। এর সঠিক ব্যবহার জান্নাতে এবং ভূল ব্যবহার জাহান্নামের প্রবেশ করত পারে। যদি কেউ নিজের জিহবাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে দৃঢ় বিশ্বাসে কালমা তৈয়্যবা পড়ে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমনিভাবে-

রহমতে আলম, নূলে মুজাস্‌সাম, হুযুর পূরনূর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হৃদয়স্পর্শী বাণী হলো: যে "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ" বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুস্তাদরাক হাকেম, কিতাবুত তাওবা ওয়াল আনাবাতু, বাব মান কালা...., ৫/৩৫৬, হাদীস নং: ৭৭১৩) যদি এই জিহ্বাই **আল্লাহ্ তাআলা**র নাফরমানি করে, তবে অনেক বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। যেমনিভাবে-

হুযুর পুরনূর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের অধিকাংশ ভূল (গুনাহ্) এই জিহ্বা দ্বারাই হয়ে থাকে। (শুয়াবুল ঈমান, বাব ফি হিফযুল লিসান, ৪/২৪০, হাদীস নং: ৪৯৩৩) জিহ্বার ভুল ব্যবহারের একটি প্রকার হলো মিথ্যা বলা। মিথ্যাবাদী লোক তো মানুষের মাঝে নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে অপমাণিত হয়, **আল্লাহ্ তাআলা**র নূরী সৃষ্টি অর্থাৎ ফিরিশতারাও এই ব্যক্তির নিকট আসে না, যেমনটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যখন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন তার দূর্গন্ধের কারণে ফিরিশতারা এক মাইল দূরে চলে যায়। (তিরমিযী, বাবু মা'জা ফিস সিদকি ওয়াল কিজব, হাদীস নং: ১৯৭৯, ৩/৩৯২)

www.dawateislami.net

মিথ্যুক ব্যক্তির মুখ থেকে বের হওয়া দূর্গন্ধ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন মুমিন বিনা কারণে মিথ্যা বলে, তবে তার মুখ থেকে দূর্গন্ধময় বস্তু বের হয়, এমনকি তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং আরশ বহনকারী ফিরিশতারা এর প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে আর তাদের সাথে ৮০ হাজার ফিরিশতাও অভিশাপ দিতে থাকে এবং ৮০টি গুনাহ তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে কম হলো উহুদ পাহাড়ের সমান। (বুস্তানুল ওয়ায়েযিন ও রিয়াযুস সামেঈন, ৬১ পৃষ্ঠা)

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় বর্ণিত রয়েছে: মিথ্যা এবং গীবত হলো অভ্যন্তরীন আবর্জনা, সুতরাং মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে এমন দূর্গন্ধ বের হয় যে, নিরাপত্তার ফিরিশতারা সেই সময় তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, যেমন হাদীসে পাকে এসেছে এবং এমনিভাবে একটি দূর্গন্ধ সম্পর্কে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সংবাদ প্রদান করেছেন যে, এটি তাদের মুখের দূর্গন্ধ, যারা মুসলমানদের গীবত করে থাকে এবং আমাদের যে মিথ্যা বা গীবতের দূর্গন্ধ অনুভূত হয় না, তার কারণ হলো যে, আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমাদের নাক তাতে ভরে গেছে, যেমন ট্যানারী (চামড়া প্রস্তুতকরণ কারখানা) এলাকায় যারা থাকে, তাদের সেই দূর্গন্ধে কষ্ট অনুভব হয় না, বাহিরের কেউ এলে তার নাকে সহ্য হয় না। মুসলমানরা এর পরিণতিকে স্মরন করুন এবং আপন **রব (আল্লাহ্) তাআলাকে** ভয় করুন, মিথ্যা এবং গীবত করা ত্যাগ করুন। مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ **(আল্লহ্‌র** পানাহ!) মুখ দিয়ে পায়খানা বের হওয়া কি কারো পছন্দ হবে? অভ্যন্তরিন নাক পরিস্কার হলে বুঝা যাবে যে, মিথ্যা ও গীবতে পায়খানার চেয়েও নিকৃষ্ট দূর্গন্ধ। (গীবত কি তাবাকারিয়া, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

আসুন! রিসালতের দরবারে আমরা ফরিয়াদ করি:

হাসদ, ওয়াদা খেলাফী, ঝুট, চুগলী, গীবত ও তুহমত,
মুঝে ইন সব গুনাহোঁ সে হো নফরত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা!

মিথ্যা বলবও না, বলাবও না اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে এমন মারাত্মক দূর্গন্ধ বের হয় যে, রহমতের ফিরিশতারা এক মাইল দূরে চলে যায়, কিন্তু আমাদের এই দূর্গন্ধ এজন্যই অনুভব হয় না যে, মিথ্যার আধিক্যের কারণে চারিদিকে এর দূর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমাদের নাকে এটা সয়ে গেছে। একে এভাবে বুঝে নিন যে, যখন ডাস্টবিন পরিষ্কার করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ এর দূর্গন্ধের কারণে সেখানে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু সুইপারের কিছুই হয় না। কেননা, তার নাক এই দূর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের এই মন্দ স্বভাব এবং মিথ্যাবাদীদের সঙ্গ থেকে বাঁচতে হবে। কেননা, মিথ্যা বলা এমনই মন্দ স্বভাব যে, এর কারণে ঈমান দূর্বল হয়ে যায় এবং বারবার মিথ্যা বলা ঈমানের দূর্বলতার দলীল বহন করে, এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে **আল্লাহ্ তাআলা** ১৪ পারার সূরা নাহলের ১০৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

(পারা ১৪, নাহল, আয়াত ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মিথ্যা অপবাদ তারাই রচনা করে, যারা **আল্লাহ্**র আয়াত সমূহের উপর ঈমান রাখে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী ।

এই আয়াতে মোবারাকার পাদটিকায় তাফসীরে খাযিনে বর্ণিত রয়েছে; কাফিরদের পক্ষ থেকে কুরআনে পাক সম্পর্কে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি যেই নিজের পক্ষ থেকে কুরআন বানানোর অপবাদ দেয়া হয়েছিলো, এই আয়াত দ্বারা এর খন্ডন করা হয়েছে এবং এই আয়াতের সারাংশ হচ্ছে যে, মিথ্যা বলা এবং অপবাদ দেয়া বেঈমানদেরই কাজ।

(তাফসীরে খাযিন, আন নাহল, ১০৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৪৪)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর রাযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: এই আয়াতে করীমা এই বিষয়ের উপর দৃঢ় দলীল বহন করে যে, মিথ্যা সকল কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং নিকৃষ্ট পাপ। কেননা, মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা দোষারোপ করার সাহস সে ব্যক্তিই করে, যে **আল্লাহ্ তাআলার** নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে না অথবা যে ব্যক্তি অমুসলিম হয়ে থাকে এবং **আল্লাহ্ তাআলার** মিথ্যার নিন্দায় এরূপ বাক্য ইরশাদ করা, নিতান্তই কঠিন সর্তকতা স্বরূপ।

(তাফসীরে কবীর, ৭/২৭২, ২০তম অধ্যায়)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কুরআনে করীমে মিথ্যাকে বেঈমানদের বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা দিয়েছে, নিঃসন্দেহে মিথ্যা এমনই মন্দ অভ্যাস যে, জাহেলিয়্যতের যুগে গোত্রের বড় সর্দাররাও এটিকে খুবই ঘৃণা করতো এবং নিজের প্রতি মিথ্যাকে সম্পর্কীত মেনে নিতেন না। যেমনিভাবে-

যখন রোম সম্রাটের নিকট **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে চিঠির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলো, তখন সে আর সুফিয়ানকে নিজের দরবারে ডাকলো (যে তখনো মুসলমান তো হয়নি, কিন্তু বংশীয়ভাবে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকত্মীয় ছিলো) রোম সম্রাট **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে, যদিওবা সেই সময় কুফরীর কারণে আবু সুফিয়ান, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি বিদ্বেষ ও আক্রোশ ছিলো, কিন্তু এরপরও **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চরিত্র ও কথাবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের উত্তর রোম সম্রাটের নিকট সত্যি সত্যি বলে দিলেন এবং রিসালতের শানকে ছোট করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় শুধুমাত্র একারণেই নেননি যে, মিথ্যা বলার কারণে সমাজে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হবে আর এই নিকৃষ্ট দোষ আমার দিকে সম্পর্কীত করা হবে। সুতরাং সেই সুযোগে রিসালতের শানকে ছোট করার জন্য মিথ্যা না বলতে পারার কারণে এবং অপরগতায় সত্য বলার কারণে স্বয়ং নিজেই বর্ণনা করেন: فَوَاللّٰہِ لَوۡلَا الۡحَیَاءُ مِنۡ اَنۡ یَاۡثِرُوۡا عَلَیَّ کَذِبًا لَکَذَبۡتُ عَنۡہُ

www.dawateislami.net

আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমার এই বিষয়ে লজ্জা না হতো যে, মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, তবে আমি অবশ্যই **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম। (বুখারী, কিতাবু বাদাআল ওহী, ১/১০, হাদীস নং: ৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি দ্বারা এই বিষয়টি একেবারে পরিস্কার হয়ে গেছে যে, ইসলামের পূর্বেও মানুষ মিথ্যাকে খুবই ঘৃণা করতো, তাইতো হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ঈমান আনয়নের পূর্বে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে শুধুমাত্র এই কারণে মিথ্যা বললেন না যে, লোকেরা তার সম্পর্কে এরূপ বলবে যে, আবু সুফিযানের ন্যায় সম্মানিত সর্দারও মিথ্যা বলে। ভেবে দেখুন! মিথ্যা কিরূপ মন্দ স্বভাব যে, ইসলামের পূর্বেও মানুষ তা দোষনীয় মনে করতো, তবে আমরা মুসলমান হয়ে এই মন্দ স্বভাব থেকে বাঁচার চেষ্টা কেন করি না? অথচ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে এটি থেকে বাঁচার আদেশ ইরশাদ করেছেন, যেমনটি পারা ১৭ সূরা হজ্ব এর ৩০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاجۡتَنِبُوۡا قَوۡلَ الزُّوۡرِ ﴿۳۰﴾

(পারা ১৭, হাজ্ব, আয়াত ৩০)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> এবং বেঁচে থাকো মিথ্যা কথা থেকে।

আল্লাহ্ হামেঁ ঝুট সে গীবত সে বাঁচানা, মওলা হামেঁ কয়দী না জাহান্নাম কা বানানা।
এ্যয় পেয়ারে খোদা আয পায়ে সুলতানে যামানা, জান্নাত কে মাহাল্লাত মে তো হাম কো বাসানা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কুরআনে পাক আমাদেরকে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, মিথ্যা বলা ঈমানের দূর্বলতার নিদর্শন, মিথ্যা এমন এক ব্যাধি, যা সমাজে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, মিথ্যাবাদী এরূপ মনে করে যে, একবার মিথ্যা বলাতে কি আর এতো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে, এরূপ মানসিকতাপূর্ণ মূর্খ ব্যক্তি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যে, অনেক সময় মৃত্যুমূখে পতিত হয়ে যায়। আসুন! এসম্পর্কে একটি শিক্ষনীয় কাহিনী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

মিথ্যাকে ছোট দোষ মনে করা ব্যক্তির শিক্ষণীয় পরিণতি

কোন শহরে এক ব্যবসায়ী থাকতো, ধন সম্পদের আধিক্যের পাশাপাশি **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে একজন সুন্দর সুশ্রী স্ত্রীও দান করেছিলেন, দু'জন একে অপরকে অত্যধিক ভালবাসতো এবং একে অপরের খেয়াল রাখতো, তারা ভাবলো যে, আমাদের নিকট একটি গোলাম থাকলে আমাদের সেবা করতো। (এই ভাবনায়) সে ব্যবসায়ী বাজারে গেলো, সেখানে সে একটি ভাল স্বভাবের গোলাম দেখতে পেলো, যার মুনিব বলছিলো আমি এই গোলাম বিক্রি করবো, কিন্তু এর মাঝে একটি মন্দ স্বভাব রয়েছে যে, বছরে একবার মিথ্যা কথা বলে, একথা শুনে ব্যবসায়ী বললো: এটা তো তেমন কোন বড় দোষ নয়, ব্যবসায়ী সেই গোলামটি কিনে ঘরে নিয়ে আসলো, গোলাম তার নতুন মালিকের (ব্যবসায়ী) সেবা করতে লাগলো, ব্যবসায়ীরও এই গোলাম পছন্দ হতে লাগলো, বছর পুরো হতে চললো এবং ব্যবসায়ীও তার দোষ ভুলে গেলো, একদিন গোলাম ব্যবসায়ীর স্ত্রীর নিকট এলো এবং বললো: আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং উদাসীনতার ঘুম ভেঙ্গে নিজের প্রাণ বাঁচান! ব্যাপার হলো যে, আপনার প্রাণের স্বামী আপনাকে ছাড়ার পুরো ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেননা, সে কোন এক বড় লোকের মেয়ের প্রেমে পড়েছে, কোন কিছু হওয়ার পূর্বেই কোন ব্যবস্থা ভেবে রাখুন, আমি তো ব্যস আপনার স্নেহের সম্মান রেখেই এসব বলছি, ব্যবসায়ীর স্ত্রী একথা শুনে অনেক চিন্তিত হয়ে গেলো এবং সেই গোলামকে কোন পরামর্শ দেয়ার জন্য বললো, গোলাম বললো: যদি আপনি তার কোন চুল ছিড়ে নিতে পারেন তবে সমস্যা সমাধান হতে পারে। কেননা, আমি এক ব্যক্তিকে চিনি, যে চুলে (দম) ফুক দিয়ে দেয়, যদি এই ফুক দেয়া চুল জ্বালিয়ে ধোয়া তার নাকের পাশে নিয়ে যান এবং এই ধোয়া তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে সর্বদা আপনার গোলাম হয়ে থাকবে, কিন্তু মনে রাখবেন যে, এই চুল যেন একেবারে গলার সাথের কণ্ঠনালীর হাঁড়ের পাশের চুল হয়, স্ত্রী বললো: কিন্তু সেখানকার চুল কিভাবে ছিড়বো? গোলাম বললো: আমি আপনাকে খুর এনে দেবো, যখন মুনিব গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যায়, তখন আরামে গলার পাশের চুল কেটে নিবেন, এই বিষয়ে দু'জনেই ঐক্যমত হয়ে গেলো। এবার সে ব্যবসায়ীর নিকট গেলো এবং

www.dawateislami.net

বলতে লাগলো: সরদার! আমি আপনাকে একটি খুবই বেদনাদায়ক কথা বলতে চাই, তাও শুধুমাত্র এই জন্য যে, আমি আপনার দয়াদ্রতার নিচে অবস্থান করছি, আসলে আপনার স্ত্রী আপনার প্রতি উদাস হয়ে গেছেন এবং অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়, একারণে সে আপনাকে হত্যা করার পুরো ব্যবস্থা করে নিয়েছে, যদি আপনি আমার কথার সত্যায়ন করতে চান তবে আজ রাতে বিছানায় তার নিকট এভাবে নিজেকে প্রকাশ করুন যে, যেন আপনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনই আপনি আসল বিষয় জেনে যাবেন, গোলামের এই মিথ্যা কথা ব্যবসায়ীর অন্তরে খুবই প্রভাব বিস্তার করলো এবং সে গোলামের কথা মতো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলো, যখন রাত হলো তখন ব্যবসায়ী খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে পড়লো এবং দেখালো যে, সে যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, যখন তার স্ত্রী খুর নিয়ে চুল কাটার জন্য অগ্রসর হলো এবং খুর গলায় বসাচ্ছিলো, তখন ব্যবসায়ী হঠাৎ চোখ খুলল এবং খুর এতো নিকটে দেখে তার গোলামের কথা বিশ্বাস হয়ে গেলো, সে তখনই স্ত্রীর হাত থেকে খুর ছিনিয়ে নিলো এবং তার গলায় চালিয়ে দিলো, মুহুর্তেই রক্তের ফোয়ারা বইয়ে গেলো, যখন সে ছটফট করতে করতে ব্যবসায়ীর হাতে নিস্তেজ হয়ে গেলো তখন ব্যবসায়ীর হুশ এলো যে, সে কি করে বসলো, অবশেষে ব্যাপারটি পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়লো এবং ব্যবসায়ীকেও তার স্ত্রী হত্যার দায়ে শূলীতে ছড়িয়ে দেয়া হলো।

(ফা'কেহাতুল খোলাফা, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মিথ্যা কিভাবে খুশিতে ভরা ঘরকে উজাড় করে দিলো এবং এর বাসিন্দাদের মৃত্যুর ঘাট পার করে দিলো। এই কাহিনী থেকে জানা গেলো, মিথ্যাকে সামান্য দোষ মনে করা উচিৎ নয়, যেমনটি এই ব্যবসায়ী গোলামের এই দোষকে নগন্য মনে করে এবং অবশেষে কত বড় ক্ষতির সম্মুখিন হতে হলো। এটাও জানা গেলো, এক পক্ষের কোন কথা শুনে তা বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, যতক্ষন ভালভাবে যাচাই করা না হয়, যেমনটি এই কাহিনীতে ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রী মিথ্যাবাদী গোলামের কথা শুনে বিশ্বাস করে নিয়েছিলো, যার ভয়ানক পরিণতি স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই ভোগ করতে হলো।

www.dawateislami.net

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা!

মিথ্যা বলবও না, বলাবও না اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কতই যে মন্দ সেই লোক, যে মিথ্যা কথা বলে স্বামী স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়দের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়, অথচ পবিত্র শরীয়াতে মুসলমানদের পরস্পর ঐক্য ও সমজোতা এতোই পছন্দনীয় যে, একে অপরকে বুঝাতে এবং তাদের মাঝে মিলন করার জন্য মিথ্যা বলার অনুমতি প্রদান করেছে।

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাহেল رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: দু'জন সাহাবীর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا মাঝে কিছু কথা কাটাকাটি হলো, এমনকি তাঁরা দু'জন সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলো, তখন আমি তাঁদের একজনের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বলি: তোমার এবং অমুকের মাঝে কি ব্যাপার? আমি তো তাঁর নিকট তোমার ব্যাপারে অনেক প্রশংসা শুনলাম, অতঃপর আমি অপরের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাকেও এরূপ বলি, এমনকি তাঁদের দু'জনের মাঝে পূর্নমিলন হয়ে গেলো, অতঃপর আমি (আমার মনে মনে) বললাম: আমি তো দু'জনের মাঝে সন্ধি করিয়ে দিয়েছি কিন্তু (মিথ্যা বলে) নিজেকে ধ্বংস করে দিয়েছি, সুতরাং আমি এই বিষয়ের সংবাদ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দিলাম, তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু কাহেল! লোকদের মাঝে সন্ধি স্থাপন করো, যদিওবা মিথ্যা বলতে হয়।

(মু'জামুল কবীর, কায়েস বিন আয়েয আবু কাহেল, ১৮/৩৬১, হাদীস নং: ৯২৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টির জন্য মিথ্যা বলা নিন্দনীয় কাজ, যার কারণে পরস্পর বিশৃংখলা ছড়ায়, ঘৃণা ও বিদ্ধেষ সৃষ্টি হয়, সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলার** আযাবকে ভয় করা উচিৎ এবং মিথ্যার ন্যায় ধ্বংসশীল ব্যাধি থেকে নিজেকে বাঁচান, নয়তো মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে দুনিয়ায় তো অপমান ও অপদস্ততা রয়েছেই, আখিরাতেও তাকে ভয়াবহ আযাবের সম্মুখিন হতে হবে। আসুন! মিথ্যা থেকে মুক্তির জন্য এবং সর্বদা সত্যকে আঁকড়ে ধরার নিয়্যতে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

১. ইরশাদ হচ্ছে: সত্য বলা নেকী আর নেকী জান্নাতে নিয়ে যায় আর মিথ্যা বলা পাপ ও গুনাহ এবং পাপ ও গুনাহ দোযখে নিয়ে যায়।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদব, বাবু কাবহিল কায্‌যাব, হাদীস নং: ৬৬৩৮, পৃষ্ঠা ১০৭৭)

২. ইরশাদ হচ্ছে: মিথ্যা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এবং গুনাহ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় আর নিশ্চয় বান্দা মিথ্যা বলতে থাকে, এমনকি **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট কায্‌যাব অর্থাৎ অনেক বড় মিথ্যাবাদী হয়ে যায়।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু কউলুল্লাহি তাআলা, ৪/১২৫, নম্বর-৬০৯৪)

৩. রিসালতের দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ কোনটি? ইরশাদ করলেন: মিথ্যা বলা, যখন বান্দা মিথ্যা বলে তখন গুনাহ করে এবং যখন গুনাহ করে তখন অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আর যখন অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তখন জাহান্নামে প্রবেশ করে নেয়।

(আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস, ২/৫৮৯, নম্বর-৬৬৫২)

হায় নাফরমানিয়াঁ বদকারিয়া বে বাকিয়া, আহ! না'মে মে গুনাহোঁ কি বড়ি ভরমার হে।
যিন্দেগী কি শাম ঢলতি জা রহি হে হায় নফস! গরম রোজ ও শব গুনাহোঁ কা হি ব্যস বাজার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সত্য কথা বলা কিরূপ পবিত্র অভ্যাস, যা মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, আর মিথ্যা বলা এমনি নিকৃষ্ট স্বভাব, যা জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেয় এবং মিথ্যাবাদী **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট কায্‌যাব (অর্থাৎ অনেক বড় মিথ্যাবাদী) হিসেবে লিখে দেয়া হয় আর এই বদঅভ্যাস মানুষকে পাপাচারী বানিয়ে দেয়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিথ্যাবাদী লোক ভবিষ্যতে পরিপক্ক পাপী হয়ে যায়, মিথ্যা হাজারো গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অভিজ্ঞতাও এতে সাক্ষ দেয়, সর্বপ্রথম মিথ্যা শয়তান বলেছিলো যে, হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে বলেছিলো, আমিই আপনার

www.dawateislami.net

কল্যাণকামী। তিনি আরো বলেন: (মিথ্যাবাদী) ব্যক্তি সকল গুনাহে ফেঁসে যায় এবং প্রকৃতিকভাবেই তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস থাকে না, লোকেরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৫৩)

মে ঝুট না বোলোঁ কাভি গালি না নিকালোঁ,
আল্লাহ্ মরয সে তু গুনাহোঁ কে শিফা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ যতই ছোট হোক বা বড়, এ থেকে বিরত থাকাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে, বিশেষ করে মিথ্যা থেকে। কেননা, মিথ্যা অনেক গুনাহের উৎস হয়ে থাকে এবং একটি মিথ্যাকে ঢাকার জন্য মানুষের আরো অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকে মানুষের একটি বড় অংশ মিথ্যার আপদে বন্দী, এমন অনেক স্থান রয়েছে যেখানে সত্য বললে কোন সমস্যা নাই, তারপরও লোকেরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে, যেমন; যেখানে কয়েকজন লোকের অবস্থান হয়, সেখানে একে অপরকে হাসানো এবং বৈঠককে গরম করার জন্য মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলার নিন্দা সম্পর্কে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন:

১ ইরশাদ হচ্ছে: বান্দা কথা বলে এবং শুধুমাত্র এই জন্য বলে যে, মানুষকে হাসাবে, এর কারণে সে জাহান্নামের এতোই গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়, যা আকাশ ও জমিনের মাঝখানের দূরত্বের চেয়েও বেশি এবং জিহ্বার কারণে যত ভুল হয়, তা এর চেয়ে বেশি, যত ভূল পা দ্বারা হয়। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযিল লিসান, ৪/২১৩, হাদীস নং: ৪৮৩২)

২. ইরশাদ হচ্ছে: ধ্বংস তার জন্যই, যে কথা বললে মিথ্যা বলে, যেন এতে মানুষ হাসে, এর জন্য ধ্বংস, এর জন্য ধ্বংস। (তিরমিযী, ৪/১৪২, হাদীস নং: ২৩২২)

ঝুটি বাতেঁ করনে ওয়ালে তাওবা কর, বাত মেরী মান তু আল্লাহ্ সে ডর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযথা বৈঠক করা, হোটেল জমজমাট করা, বন্ধুদের সাথে সময় নষ্ট করা, আসর জমানোর জন্য এবং মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কাহিনী শুনানোতে নিছক ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা, এমন আসরে বসে নিজের মুখকে অযথা কথাবার্তা, গীবত, চুগলী এবং মিথ্যার ন্যায় গুনাহ থেকে বাঁচা নিতান্তই কষ্টকর হয়ে যায়। যদি কখনো এমন আসরে বসতেই হয় তবে এই গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিৎ এবং মিথ্যা বলার পরিবর্তে সত্যবাদীতা দ্বারা কাজ চালিয়ে নেয়া উচিৎ, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতেন না বরং সত্য কথাই বলতেন যদিওবা অপরের তা তিক্ত লাগুক না কেন। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা তাউস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সেই যুগের খলীফা হাশশামের নিকট উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: হাশশাম! কেমন আছো? সে রাগের স্বরে বললো: আপনি আমাকে “আমীরুল মুমিনিন” বলে ডাকেননি কেন? বললেন: কেননা, সকল মুসলমান তোমার খেলাফতে ঐক্যমত নয়, সুতরাং আমার ভয় হয় যে, তোমাকে আমীরুল মুমিনিন বললে তা আবার মিথ্যা না হয়ে যায়। এই কাহিনীটি উদ্ধৃতি করার পর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ কড়া ও পরিস্কার ভাবে কথা বলে এবং এরূপ কথা (যেমন; গীবত, চুগলী, লৌকিকতা, আত্মম্ভীরতা, চাটুকারীতা ইত্যাদি) থেকে বিরত থাকতে পারে, সে অবশ্যই মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকো, নয়তো নিজের নাম মুনাফিকদের সারিতে লেখার জন্য রাজি হয়ে যাও।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/২৮৭)

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা!

মিথ্যা বলবও না, বলাবও না اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোন বস্তুর চাহিদা হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা বলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে মিথ্যা বলার একটি ধরন এমনও প্রচলিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তির কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা হলো এবং তা অর্জনও করতে

www.dawateislami.net

চায়, কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার কি এটা প্রয়োজন? তখন সে মিথ্যা বলে, এর কোন প্রয়োজন নেই। হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে আমিস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আমাদের কারো কোন জিনিষ প্রয়োজন হয় এবং সে বলে যে, আমার এর কোন প্রয়োজন নাই, তবে কি এটি মিথ্যার মধ্যে গণ্য হবে? ইরশাদ করেন: নিশ্চয় মিথ্যাকে মিথ্যা লিখা হয়, এমনকি ছোট মিথ্যাকে ছোট মিথ্যাই লিখা হয়। (ইত্তিহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকিন, কিতাবু আ'ফাতিল লিসান, বাবুল হাযর মিনাল কিযবি বিল মা'আরিদ, ৯/২৮৩) হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে ইয়াযিদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে খাবার উপস্থিত করা হলো, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে পেশ করলেন, আমি বললাম: আমার চাহিদা নেই। ইরশাদ করলেন: ক্ষুধা ও মিথ্যা দু'টোকে একত্র করো না। (ইবনে মাজাহ, কিতাবু আতইমা, বাবু আরযুত তা'আম, ৪/২৬, হাদীস নং: ৩২৯৮)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই হাদীসে পাক উদ্ধৃত করার পর বলেন: ক্ষুধার সময় কেউ খাবার খাওয়াতে চাইলে, খেয়ে নাও, এটা বলো যে, ক্ষুধা নাই তাই খাবার খাবো না এবং মিথ্যা বলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। কতিপয় কষ্ট স্বীকারকারী এরূপ করে এবং অনেক গ্রাম্য লোকের এরূপ অভ্যাস যে, যতক্ষন তাকে বারবার বলা হয় না, খেতে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমার চাহিদা নাই, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৭৩, ১২তম অংশ) প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: যদি খাবার খাওয়ার সময় কেউ এসে যায়, তবে তাকেও খাবার খেতে ডাকা সুন্নাত, কিন্তু মন থেকে ডাকো মিথ্যা লৌকিকতা করো না এবং আগত ব্যক্তি মিথ্যা বলে এরূপ বলো না যে, আমার চাহিদা নাই, যেন ক্ষুধা এবং মিথ্যা একত্র হয়ে না যায়, বরং যদি (না খেতে চায় বা) খাবার অল্প দেখে তবে বলে দিন: بَارَكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** বরকত দান করুক)। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২০২)

www.dawateislami.net

সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! মিথ্যা খুবই মন্দ ব্যাধি, এই মিথ্যা থেকে আমাদেরকে নিজেও বিরত থাকতে হবে এবং সন্তানদেরও এমনি মাদানী শিক্ষা দিতে হবে যে, এরা যেন শিশুকাল থেকেই এই কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবগত হয়, তারা যেন জানে যে, মিথ্যা কি, সত্য বলাতে কি কি বরকত রয়েছে, মিথ্যা বলাতে কি কি ক্ষতি রয়েছে, সাধারণত দেখা যায় যে, অনেক বিষয়ে আমরা আমাদের সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। কেননা, এই বিষয়ের দিকে মনোযোগ অনেক কম থাকে, বরং অনেক সময়তো এমন হয় যে, মিথ্যা সম্পর্কে আমরা যেন তাদের ভূল শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি, মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এটি কিভাবে? জি হ্যাঁ! শুনুন কিভাবে? কখনো দারজায় কাড়াঘাত হয়, ঘরে থাকা সত্ত্বেও কোন শিশুকে এই বলে পাঠানো হয় যে, বাবা বলবে **"আব্বু বাড়িতে নেই"**, অযথা স্কুল কামাই করাতে যখন শিক্ষক যোগাযোগ করে, তখন উত্তর দেয়া হয় যে, **"আমার সন্তান এতোদিন ধরে অসুস্থ"**, অথচ ছুটি অন্য কোন কারণে হয়েছে, এমনিভাবে অনেক এমন উদাহরণ রয়েছে যে, যদি এই ছোট ছোট বিষয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণ না দিই, তবে এই মিথ্যা বলা, তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

মনে রাখবেন! যদি তাদের শিক্ষার এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকে তবে সম্ভবত সন্তান সংশোধন হওয়ার পরিবর্তে বড় হয়ে দুশ্চরিত্রবান হয়ে যাবে। কেননা, সে মনে করবে যে, যদি "মিথ্যা" আসলেই কোন মন্দ বিষয় হতো তবে নিশ্চয় আমার মা বাবা আমাকে এর থেকে সেভাবেই বিরত রাখতো, যেভাবে অন্যান্য ক্ষতিকারক কাজ থেকে বিরত রাখতেন, আমাকে বাঁচাতেন, আমাকে শিক্ষা দিতেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উৎসর্গিত হোন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী চিন্তাধারার প্রতি যে, তিনি উম্মতের সংশোধনের প্রচেষ্টায় কিভাবে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে সদা সচেষ্ট থাকেন, প্রতিটি সেক্টরের সাথে যুক্ত মানুষকে বিভিন্ন সময়ে মাদানী প্রশিক্ষণ এবং পথ নির্দেশনার মূল মন্ত্র দান করতে থাকেন, জি হ্যাঁ! এই বিষয়টির অর্থাৎ **"মিথ্যা"** উদাহরণ ধরুন, কিতাব ও রিসালা এবং মাদানী

www.dawateislami.net

মুযাকারায় এই বিষয়ে মাদানী প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তিনি ৪২ পৃষ্ঠা সম্বলিত খুবই জ্ঞান সমৃদ্ধ রিসালা মুসলিম উম্মতকে প্রদান করেছেন, এটি এমন এক রিসালা যা শিশুদের পাশাপাশি বড়দের জন্যও অনেক সুন্দরভাবে মাদানী শিক্ষা বিদ্যমান, জি হ্যাঁ! এই রিসালার নাম হচ্ছে **"মিথ্যুক চোর"**। এই রিসালাটি "শিশুদের সত্যি কাহিনী" এর মধ্যে চতুর্থ রিসালা, এই রিসালায় আপনারা পাবেন: ❀ মিথ্যুক চোর কিভাবে শাস্তি পেলো? ❀ বাঁকা লাঠি বিশিষ্ট মিথ্যুক চোর কে ছিলো? ❀ মিথ্যাবাদীর সন্তান শুয়োর কিভাবে হয়ে গেল? ❀ মিথ্যুক দোযখে কোন আকৃতিতে যাবে? ❀ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারীর কি পরিণতি হলো? ❀ সত্যবাদী রাখালের কিরূপ বরকত অর্জিত হলো? ❀ সত্য বলার কারণে প্রাণ কিভাবে বেঁচে গেল? ❀ বাচ্চাদের মিথ্যা বলার ২৪টি উদাহরণ ❀ ছোট-বড় সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল ইত্যাদি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা!

মিথ্যা বলবও না, বলাবও না اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিথ্যা বলার একটি মাধ্যম এটিও যে, অনেকে সকলের প্রিয় হতে বা অন্য কোন মন্দ উদ্দেশ্যে মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়ে শুনিয়ে থাকে, মনে রাখবেন! এটিও নাজায়িয ও গুনাহ, বিভিন্ন হাদীস শরীফে এর কঠিন শাস্তির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় বাণী হচ্ছে: "সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো যে, বান্দা নিজের পিতা মাতা ছাড়া অন্য কারো দিকে সম্পর্কের ইঙ্গিত করা বা স্বপ্নে এমন বিষয় দেখার দাবী করা, যা সে দেখেনি অথবা আমার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা আমি বলিনি।" (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু নিসবাতুল ইয়ামিন ইলা ইসমাঈল, ২/৪৭৬, হাদীস নং: ৩৫০৯) অপর এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, কিয়ামতের দিন তাকে যবের দু'টি দানার মাঝে গিট লাগানোর আযাব দেয়া হবে এবং সে কখনো গিট লাগাতে পারবে না।

(বুখারী, কিতাবুত তা'বীর, বাবু মান কাযাবা ফি হিলমিহি, ৪/৪২২, হাদীস নং: ৭০৪২)

www.dawateislami.net

মিথ্যা স্বপ্ন শুনানোর পরিণতি

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারীকে আখিরাতের আযাব ছাড়াও অনেক সময় দুনিয়াতেও কঠিন লজ্জার মুখোমুখি হতে হয়, এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষনীয় কাহিনী শ্রবণ করুন:

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কে একটি স্বপ্ন বর্ণনা করে, বললো: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে একটি কাঁচের পাত্র ছিলো, যাতে পানিও ছিলো, সেই পাত্র তো ভেঙ্গে গেলো, কিন্তু পানি যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গেলো, একথা শুনে তিনি বললেন: **আল্লাহ্**কে ভয় করো (এবং মিথ্যা বলো না) কেননা তুমি এরূপ কোন স্বপ্ন দেখনি, সে ব্যক্তি বলতে লাগলো: سُبۡحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আমি আপনাকে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করছি আর আপনি বলছেন তুমি কোন স্বপ্ন দেখনি? তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে এটি মিথ্যা, এই জন্যই এ স্বপ্নের পরিণতির দায়িত্ব আমার উপর নেই, যদি তুমি এই স্বপ্ন বাস্তবেই দেখে থাকো, তবে তোমার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করবে, অতঃপর সে মারা যাবে আর সন্তান বেঁচে থাকবে। এরপর সে ব্যক্তি যখন তাঁর নিকট থেকে চলে গেলো, তখন বলতে লাগলো: **আল্লাহ্**র শপথ! আমি তো এরূপ কোন স্বপ্ন দেখিনি, একথা শুনে কেউ বললো: তিনি তো তাবীর করে দিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা হিশাম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: এই ঘটনার পর বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি যে, সেই লোকের স্ত্রী একটি সন্তান জন্ম দিলো অতঃপর সে মারা গেলো আর সন্তান বেঁচে রইলো।

(তারিখ ইবনে আসাকির, মুহাম্মদ বিন সিরীন, ৫৩/২৩২)

ঝুটি বাতেঁ করনে ওয়ালে বায আ', ওয়ার না হে ইস মে হাসারা আ'প কা।

মাল বিক্রিতে মিথ্যা বলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে মিথ্যার একটি মাধ্যম এটাও যে, মানুষ নিজের মাল বিক্রিতে মিথ্যা বলে বরং মিথ্যা শপথ করাতেও দ্বিধা করে না, ব্যবসায় অধিকহারে মিথ্যা বলাকে, দূর্ভাগ্যজনকভাবে চাতুরতা ও উন্নতির উপায় আর مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ সত্য বলাকে বোকামী ও উন্নতির পথে বাধা মনে করা হয়। এমন লোকদের নিজের মানসিকতায় এই বিষয়টি ভালভাবে গেঁথে নেয়া উচিৎ, **আল্লাহ্**

www.dawateislami.net

তাআলা যেই রিযিক আমাদের নসীবে লিখে দিয়েছেন, তাই মিলবে। সত্য বলাতে না আমাদের অংশের রিযিক কমে যাবে, না আমরা মিথ্যা বলে নিজের অংশ থেকে বেশি রিযিক অর্জন করতে পারবো, তবে মিথ্যা বলাতে বরকত শূন্যতা, উপার্জনের স্বল্পতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টির কারণ, এপ্রসঙ্গে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন এবং ব্যবসায় মিথ্যা বলা থেকে তাওবা করে নিন।

১. ইরশাদ হচ্ছে: "ক্রেতা ও বিক্রেতার আলাদা হওয়ার পূর্বে স্বাধীনতা রয়েছে, যদি উভয়ে সত্য বলে এবং সাক্ষ্য বানায়, তবে পণ্যে বরকত দান করা হবে এবং যদি উভয়ে গোপন করে আর মিথ্যা বলে, তবে হতে পারে তার লাভ হবে কিন্তু পণ্যে বরকত উঠিয়ে নেয়া হবে।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল বেওয়া, বাব ফি খাইয়ারিল মুতবাঈন, হাদীস নং: ৩৪৫৯, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

২. ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় ব্যবসায়ীই গুনাহগার। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলা** কি বেচা-কেনাকে হালাল করেননি? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:"কেন নয়, কিন্তু সে কথা বলে তো মিথ্যা বলে, শপথ করে এবং গুনাহগার হয়।"

(আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস আব্দুর রহমান বিন শবল, হাদীস নং: ১৫৫৩০, ৫/২৮৮)

বদ গুমানী, ঝুট, গীবত, চুগলীয়া, ছোড় দেয় তু রব কি নাফরমানিয়াঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি সত্যবাদীতা, আমানতদারী, ন্যায় পরায়ণতা, তাকওয়া ও পরহেযগারী, মঙ্গল কামনা, ইছার ও কল্যাণ কামনাকে গ্রহণ করে ইসলামের প্রদানকৃত ব্যবসায়ীক মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবসা করি তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের ব্যবসায় বরকত হবেই, ইসলামী সমাজে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি আসবে এবং **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুশি ও সন্তুষ্টিও নসীব হবে।

এয় মিলাওয়াট করনে ওয়ালে মান জা, খউফ কর ভাই আযাবে নার কা।
ছোড় দো এয় তাজিরো! কম তোলনা, ঝুট ছোড়ো বেচনে মে বোলনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা অসুস্থ হয়ে যাই তবে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে যাই এবং এই অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চিকিৎসা শুরু করে দেই। যদি শহর বা দেশে চিকিৎসা সম্ভব না হয় তবে, অন্য শহরে বা দেশে যেতেও দ্বিধা করি না, মোটকথা সেই রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য সব রকম সাধ্য মতো চেষ্টা করে থাকি। মিথ্যাও একটি অভ্যন্তরিন রোগ, যা দুনিয়ায় অপমান ও অপদস্ততা এবং আখিরাতে ধ্বংসের কারণ হতে পারে, সুতরাং মিথ্যা থেকে বাঁচতে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র খুশি ও সন্তুষ্টি পেতে সর্বদা সত্যকথা বলুন। আসুন! মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য এই কতিপয় চিকিৎসা শ্রবণ করি। ✿ মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য রব **তাআলা**র নিকট এভাবে দোয়া করুন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে মিথ্যার ভয়াবহতা থেকে বাঁচান ও সত্যের বরকত পেতে সর্বদা সত্য বলার অভ্যস্ত করো। ✿ মিথ্যার নিন্দায় কুরআনের আয়াত, হাদীসে মোবারাকা এবং বুযুর্গদের বাণীসমূহ অধ্যয়ন করুন, এভাবে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। ✿ নিজের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করুন। কেননা, যদি আমাদের অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয় থাকে তবে অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচার পাশাপাশি মিথ্যা থেকে বাঁচাও সহজ হয়ে যাবে। ✿ সৎসঙ্গ অবলম্বন করুন। কেননা, এর বরকতেও উত্তম অভ্যাস গড়ার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। ✿ মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী অধ্যয়ন করুন। কেননা, এই নেক ব্যক্তিত্বরা সর্বদা নিজের জীবন শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত করেছেন। ✿ মিথ্যার পরিণতি সম্পর্কে ভাবুন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে মিথ্যাবাদীরা কিরূপ ক্ষতির সম্মূখীন হয়ে থাকে, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এভাবেও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। ✿ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিনত করুন, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতেও মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা তৈরী হবে। যে এই গুনাহ থেকে বাঁচতে চায়, তাদের আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

ঝুট গীবত অউর চুগলী সে জু বাঁচনা চাহে ওহ,
খুব মাদানী কাফেলোঁ মে দিল লাগাকর জায়ে ওহ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা এই মাদানী ফুলের উপর আমল করতে সফল হয়ে যাই, তবে মিথ্যার ন্যায় মন্দ অভ্যাস থেকে বেঁচে সত্যের বরকতে মালামাল হতে পারবো। কেননা, সত্য হচ্ছে সকল কল্যাণের উৎস এবং জান্নাতের রাস্তা আর মিথ্যা সকল অকল্যাণের মূল এবং জাহান্নামের রাস্তা। সুতরাং মিথ্যা থেকে নিজেও বাঁচুন এবং নিজ সন্তানদেরকেও এই মন্দ অভ্যাস থেকে দূরে রাখুন। নিজের চরিত্রকে সাজাতে এবং নিজের কথাবার্তা ও আচরণ উত্তম ও উন্নততর করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান।

মাদানী মুযাকারা মজলিশের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য গুপ্তধনের সমষ্টি, যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন"** এই উক্তিকে বাস্তবে রুপান্তরিত করতে প্রশ্নোত্তরের একটি ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। অসংখ্য ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারায় আকীদা ও আমল, ফযিলত, শরীয়াত ও তরিকত, ইতিহাস ও চরিত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৩টিরও বেশি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী মুযাকারা মজলিশ"**। যা আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রদানকৃত এই চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাস দ্বারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সুবাসিত করার জন্য মাদানী মুযাকারাকে লিখিত রিসালা এবং অডিও, ভিডিও এবং সিডি আকারে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এখন পর্যন্ত মাদানী মুযাকারা মজলিশ অনেক অডিও ক্যাসেট এবং ভিডিও সিডি আর লিখিতভাবে মাদানী মুযাকারা উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং আরো করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আপনিও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং পাশাপাশি ১২টি মাদানী কাজেও অংশগ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

মাদানী ইনআমাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নেককাজ করতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়াত ও তরিকতের সমন্বিত সমষ্টি **৭২টি মাদানী ইনআমাত** প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। সুতরাং নিজের সংশোধনের জন্য নিজেও এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করুন এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার মাধ্যমে প্রতি মাদানী মাসে মাদানী ইনআমাতের কমপক্ষে **২৬টি রিসালা** বন্টন করে তা সংগ্রহ করারও চেষ্টা করুন।

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামরাও না শুধু নিজে **ফিকরে মদীনা**র মাধ্যমে নিজের আমলের পরিসংখ্যান করতেন বরং লোকদেরও এর মানসিকতা দিতেন। যেমনিভাবে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: “হে লোকেরা! নিজের আমলে পরিসংখ্যান করে নাও, এর প্রথমে যে, কিয়ামত এসে যাবে এবং তোমাদের নিকট থেকে এর হিসাব নেয়া হবে।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৫৬) মাদানী ইনআমাত মনোযোগ সহকারে পড়ার পর আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যে, এটি আসলে নিজের পরিসংখ্যান করার একটি সমষ্টিগত ব্যবস্থাপত্র, যার উপর আমল করার পর নেককার হওয়ার পথের বাধা বিপত্তি **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় এবং এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, গুনাহকে ঘৃণা করা এবং ঈমান হিফাযতের মন মানসিকতা সৃষ্টি হয়। আসুন! মাদানী ইনআমাতের একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করি:

মাদানী বাহার

নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা: এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার বড় ভাইজানকে মাদানী ইনআমাতের একটি রিসালা উপহার স্বরূপ দিলেন, তিনি তা ঘরে নিয়ে আসলেন এবং পড়ার পর আশ্চার্য হয়ে গেলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত রিসালাটিতে একজন মুসলমানের ইসলামী জীবন অতিবাহিত করার

এতই মহৎ ফর্মূলা দেয়া হয়েছে। মাদানী ইনআমাতে রিসালা পাওয়ার পর থেকে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তিনি নামাযের প্রেরণা পেলেন এবং জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে গেলেন আর এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী হয়ে গেলেন, দাঁড়ি মোবারকও সাজিয়ে নিলেন এবং মাদানী ইনআমাতের রিসালাও পূরন করেন।

মাদানী ইনআমাত কে আমিল পে হার দাম হার ঘড়ি,
ইয়া ইলাহী! খুব বরসা রহমতোঁ কি তু ঝড়ি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এপ্রিল ফুল কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে মিথ্যার একটি মাধ্যম হচ্ছে "এপ্রিল ফুল **(April fool)**", যা এপ্রিলে এক তারিখ রীতিমতো পালন করা হয়, মূর্খ লোকেরা এই দিন আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সংবাদ শুনিয়ে, বিভিন্ন উপায়ে ধোকা দিয়ে নিজেরই ইসলামী ভাইকে **Fool** (অর্থাৎ বোকা) বানিয়ে খুশি উদযাপন করে থাকে, যেমন কাউকে এরূপ সংবাদ দেয় যে, ☆ আপনার যুবক ছেলেটি অমুক জায়গায় দূর্ঘটনা হয়ে গুরুতরভাবে আহত এবং তাকে অমুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ☆ আপনার অমুক আত্মীয় ইন্তিকাল হয়ে গেছেন। ☆ আপনার দোকানে আগুন লেগেছে। ☆ আপনার দোকান চুরি হয়ে গেছে। ☆ আপনার ফ্লাট দখল করে নিয়েছে। ☆ আপনার গাড়ি চুরি হয়ে গেছে। ☆ আপনার ছেলেকে মুক্তিপন আদায়ের জন্য কিডন্যাপ করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর সত্য প্রকাশ হলে "এপ্রিল ফুল, এপ্রিল ফুল" বলে তাকে উপহাস করা হয়। যে যতই সুন্দর ও চালাকী করে অপরকে বোকা বানাতে পারবে, তাকে ততই বুদ্ধিমান মনে করা হয়, কিন্তু এই **"ফুল"** এর এটা অনুভূতি নেই যে, সে কত বড় **"ভুল"** করে বসেছে।

এপ্রিল ফুলকে "আর্ন্তজাতিক মিথ্যা দিবস"ও বলা যেতে পারে এবং মিথ্যা বলা গুনাহ। ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলো না। কেননা, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঠাট্টার ছলে মিথ্যা বলা এবং ঝগড়া করা ছেড়ে দেয় না, যদিও সত্যবাদী হয়।

(মুসনাদে আহমদ, ৩/২৯০, হাদীস-৮৭৭৪)

www.dawateislami.net

এপ্রিল ফুলে অন্যের দুঃখ কষ্টে আনন্দ প্রকাশও হয়ে থাকে, এরূপ ব্যক্তিদের ভয় পাওয়া উচিৎ। কেননা, সেও এই অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে, আরবীতে প্রবাদ রয়েছে: مَنْ ضَحِكَ ضُحِكَ অর্থাৎ যে কারো প্রতি হাসবে, তার প্রতিও হাসা হবে।

ভুল সংবাদ মৃত্যু ডেকে আনলো: রেনালা খুরদ (পাঞ্জাব) ৭০ বছরের এক ব্যক্তি সংবাদ পেলো যে, তার ভাই আউকাড়ায় এক্সিডেন্টের কারণে ইন্তিকাল হয়ে গেছে, তখন সে আউকাড়া হাসপাতালে যাচ্ছিলো, এমন সময় রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যায় এবং হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়, পরে জানা গেলো যে, কোন বেপরোয়া ব্যক্তি এপ্রিল ফুলের ঠাট্টা করেছিলো। (উর্দূ পয়েন্ট, ১লা এপ্রিল ২০০৮)

আফসোস! এতই অমঙ্গলের সমষ্টি হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর (পহেলা) এপ্রিলে মিথ্যা বলে, নিজের মুসলমান ভাইদেরকে আতঙ্কিত করে ঠাট্টা করাকে বিনোদন বলা হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সঠিক জ্ঞান দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আফসোস, শত কোটি আফসোস! আজকের মুসলমানরা অমুসলিমদের অনুকরনে মিথ্যাকে রীতি হিসেবে উদযাপন করছে, আর পূর্বেকার লোকেরা যদি কোন মুসলমানের মুখে মিথ্যা কথা শুনতো তবে চিন্তিত হয়ে যেতো যে, মুসলমানরাও কি মিথ্যা বলতে পারে?

বর্ণিত আছে, প্রসিদ্ধ মুগল বাদশাহ মহিউদ্দিন আওরঙ্গযেব আলমগীর এর ওস্তাদ হযরত আল্লামা আহমদ জীওয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো: **হুযুর!** আপনার বেগম সাহেবা বিধবা হয়ে গেছেন। একথা শুনে মোল্লা জীওয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ খুবই চিন্তিত হয়ে কিছু ভাবতে লাগলেন, তার অবস্থা দেখে সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন: **হুযুর**! আপনি তো অযথা চিন্তা করছেন, যেখানে আপনি জীবিত, তবে আপনার বেগম সাহেবা কিভাবে বিধবা হতে পারে? তখন হযরত আল্লামা জীওয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন: আমি এটা ভাবছি না যে, আমার বেগম কিভাবে বিধবা হলো, আমি তো এটা ভাবছি যে, কোন মুসলমানও কি মিথ্যা বলতে পারে?

www.dawateislami.net

আজ ৩০ শে মার্চ, পহেলা এপ্রিল আসছে, হতে পারে কেউ আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছে যে, আমি এই বছর অমুকের সাথে অমুক মিথ্যা কথা বলে বোকা বানাবো, আসুন! এখনি রব তাবারাকা **তাআলার** দরবারে নিজের সকল গুনাহ, বিশেষ করে মিথ্যা বলা থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিই, যদি কেউ গত বছরও পহেলা এপ্রিলে মিথ্যা বলেছে তবে তা থেকে তাওবা করে এই নিয়্যত করে নিন যে, ভবিষ্যতে কখনো মিথ্যা বলবো না। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা!

মিথ্যা বলবও না, বলাবও না اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিথ্যা বলা মুসলমানের কাজ নয়, এর জন্য চেষ্টা করে সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস করুন, জীবনে চাই যেমনি কঠিন মুহুর্ত আসুক না কেন, কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদে লিপ্ত হয়ে যান, কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয়া উচিৎ নয়, বরং সর্বদা সত্যকে আঁকড়ে ধরুন, সত্য বলার অনেক ফযিলত রয়েছে। **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন সেই লোকদের অসংখ্য পুরস্কার দান করবেন, যে লোকেরা দুনিয়ায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, যেমনটি পারা ৭, সুরা মায়েদা এর ১১৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘এটা হচ্ছে ওই দিন, যার মধ্যে সত্যবাদীদের সততা তাদের কাজে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। তারা সদা সর্বদা সেগুলোর মধ্যে থাকবে। **আল্লাহ্** তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও **আল্লাহ্**র উপর সন্তুষ্ট । এটা হচ্ছে বড় সাফল্য।

(পারা ৭, মায়েদা, আয়াত: ১১৯)

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: “এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো, কিয়ামতের দিন সত্যই উপকার দিবে, তবে মিথ্যা এবং লৌকিকতা কোন ভাবেই উপকার দিবে না, সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষের উচিৎ যে, সত্যবাদীতার পথে

www.dawateislami.net

চলার চেষ্টা করা। কেননা, ঈমানের পর সত্যবাদীতা অবলম্বন করা, বান্দাকে নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। (রুহুল বয়ান, আল মায়েদা, ১১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪৬৭-৪৬৮)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরও কিয়ামতের দিন সত্যবাদীতার বরকত নসীব করুক এবং **তাঁর সত্য রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্য শিক্ষার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুক, যিনি সর্বদা নিজেও সত্য কথা বলেছেন এবং মানুষকেও সত্য বলার উৎসাহ দিয়েছেন। **তাঁর** সত্যবাদীতা ও আমানতদারী এমনভাবে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, সেই অমুসলিম যে তাঁর প্রাণের শত্রু ছিলো, বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দেয়া যাদের অভ্যাস ছিলো, কুফর ও শিরকের অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়ার পরও তারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্যবাদীতা ও আমানতদারীর স্বীকৃতি দারকারী ছিলো এবং তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে স্বীকার করতো। আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর মোবারক জীবনের কঠিনতম পর্যায়ে শুধু নিজে আমলীভাবে সত্যের উপর স্থির ছিলেন না বরং আমাদেরকে সত্যের অনুসারী বানাতে নিজের আলোকময় বাণী দ্বারা সত্য বলার শিক্ষাও দিয়েছেন। আসুন! সত্যের গুরুত্ব এবং এর ফযিলত সম্পর্কে তিনটি **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

১. রিসালতের দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! জান্নাতী আমল কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন: "সত্য কথা বলা, বান্দা যখন সত্য কথা বলে তখন নেকী করে এবং যখন নেকী করে তখন নিরাপত্তা অর্জন করে আর যখন নিরাপত্তা অর্জন করে তখন জান্নাতে প্রবেশ করে নেয়।" (আল মুসনাদ্দীল ইমা আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস, নম্বর-৬৬৫২, ২/৫৮৯)

২. ইরশাদ হচ্ছে: সত্যবাদীতা নেকীর দিকে নিয়ে যায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর নিশ্চয় বান্দা সত্য বলতে থাকে, এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সিদ্দিক অর্থাৎ অধিক সত্যবাদী হয়ে যায়।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু কউলিল্লাহে তাআলা, নম্বর-৬০৯৪, ৪/১২৫)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: সত্য কথা বলো, যদিওবা তুমি এতে ধ্বংস দেখো। কেননা, এতেই মুক্তি রয়েছে। (মাকারিমুল আখলাক, বাবু ফিস সিদ্দিক..., ১১১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিথ্যা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"ইহইয়াউল উলুম" ৩য় খন্ডের ৪০২ থেকে ৪২১ পৃষ্ঠা** পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন, মিথ্যা সম্পর্কে অনেক মাদানী ফুল অর্জিত হবে এবং মিথ্যা থকে বাঁচার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ মিথ্যা সম্পর্কে বয়ানে শ্রবণ করলাম যে,

- মিথ্যা হচ্ছে কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।
- কুরআন ও হাদীসে মিথ্যার অনেক কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।
- **নবী করীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে মিথ্যা নিকৃষ্ট অভ্যাস ছিলো।
- মিথ্যাকে ইসলামের পূর্বেও দোষনীয় মনে করা হতো।
- মিথ্যা ঈমানের শত্রু এবং মুনাফিকের নিদর্শন।
- মিথ্যা ব্যবসায়ীকে গুনাহগার বানিয়ে দেয়।
- আর সত্যবাদীকে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান বরকত এবং অসংখ্য উপকার দ্বারা ধন্য করা হয়।

আসুন! পরিশেষে সবাই মিলে আবারো একবার আমাদের অঙ্গীকার প্রকাশ করি:

মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা!

মিথ্যা বলবও না, বলাবও না اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা এবং সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস গড়ার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন কি সুন্নাত কা জু আয়নাদার হে, ব্যস ওহী তো জাহাঁ মে সমজদার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরা করার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে চলাফেরা করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৭)

__কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:__ এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

❀ **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "এক ব্যক্তি দু'টি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। তাকে ভূ-পৃষ্ঠে দাবিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত দাবতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২০৮৮) ❀ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন মনে হত যেন **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১১৮)

www.dawateislami.net

❀ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এত ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ❀ রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ❀ চলতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে জুতার আওয়াজ অপছন্দনীয় ছিলো। ❀ রাস্তায় দু'জন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না কেননা হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস-৫২৭৩) ❀ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো   পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে   হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৯-৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কৃওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net